নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০০৯

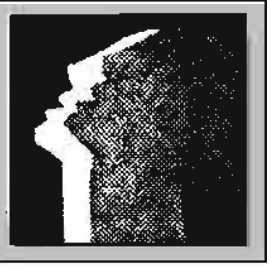

সম্পাদকীয়

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে মুক্ত হবার ৬৩তম বার্ষিকী আমরা এবার পালন করছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন এবং যাঁদের আত্মবলিদানে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। গান্ধীবাদী আন্দোলন, সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলন, কৃষক শ্রমিক ছাত্রদের আন্দোলন সবকিছুর মধ্যেই বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের দেশের নারীরা। এই অংশগ্রহণ ছাড়া স্বাধীনতাপরবর্ত্তী সময়ে যখন আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধান তৈরি হল তখন তার মধ্যেও নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি এত স্বাভাবিকভাবে আসত না। অনেকে মনে করেন পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের তুলনায় অনেক সহজে এবং লড়াই না করেই ভারতের মেয়েরা ভোট দেবার অধিকার পেয়েছেন। তাঁরা ভুলে যান যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় নারীর অবদান আমাদের এই অধিকার পাওয়ার একটি মূল কারণ। অসংখ্য খ্যাতনামা ও অখ্যাত নারীদের মধ্যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে এবছর আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করছি, তিনি অরুণা আসফ আলি। '৪২এর আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেবার পরবর্ত্তী সময়ে তিনি বামপন্থী বিশ্বাসে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে এবছরে তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হোত।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও সাংবিধানিক সমান অধিকারকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য মেয়েদের কিন্তু আজও লাগাতার লড়াই করতে হচ্ছে। মহিলা কমিশন থেকে আমরা গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন বা মনুষ্যপাচার বিরোধী আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে বারবারই বুঝতে পারছি আইনী অধিকার পাওয়া এবং অসাম্য থেকে প্রকৃত মুক্তি লাভ করার মধ্যে কতখানি ফারাক। বর্তমানে আমরা নিরাপদ স্থানান্তরণ বা Safe migration নিয়ে আমাদের প্রাথমিক সমীক্ষাটিকে এ রাজ্যে আরো ব্যাপ্তি দেওয়ার চেষ্টা করছি। একই সঙ্গে অন্য একটি সমীক্ষার মাধ্যমে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইনে পশ্চিমবাংলার ১২টি জেলায় যে কেসগুলি হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে একটি Action Plan তৈরি করার জন্য আমরা উৎসুক। এইসব কাজ করতে গিয়ে নারীমুক্তির কন্টকাকীর্ণ রাস্তাটি যেমন আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠছে, তেমনি সেই পথের বহু নতুন দিশারীর সন্ধান আমরা পাচ্ছি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও অন্যান্য জেলায় অল্পবয়সী যে মেয়েরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তাদের আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাই এবং তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গ্রহণ করি। যারা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেনি এবং অসহায়তার অন্ধকারে ডুবে গেছে তাদের বিপরীতে এই মেয়েরা গোটা দেশের সামনে উদাহরণস্বরূপ। সেই সঙ্গে এই স্বাধীনতা দিবসে আমরা অভিনন্দন জানাই খিদিরপুরের কিশোরী রশ্মি শর্মাকে যিনি ৩ বার ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে তরুণ প্রজন্মের সামনে উদ্দীপনার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়েছেন।

শোকপ্রস্তাব

মায়া নিয়োগী

প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন সদস্যা শ্রীমতী মায়া নিয়োগী নিউ ব্যারাকপুরস্থিত নিজ বাসভবনে প্রয়াতা হয়েছেন ৩১.৮.০৯ সকাল ৬.৩০ মিনিটে। তাঁর মৃত্যুতে কমিশন গভীর মর্মাহত, এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। অবিভক্ত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে ১৯৩১-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ও দেশ বিভক্ত হওয়ার পর ভারতে আসেন ও হাওড়ায় বসবাস শুরু করেন। সেই সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়, এবং আর.এস.পি দলের সংস্পর্শে আসেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল এবং তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্মের সাথে সাথে মহিলা সংগঠনের কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং মহিলা আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের সম্পাদিকা পদে বৃত হন। আরও পরে সভাপতি হিসাবে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। প্রয়াতা শ্রীমতী মায়া নিয়োগী সুলেখিকা ছিলেন। নারী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। এই সুবাদে তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পর্ষদের সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের অন্যতম সদস্যা হিসাবে কাজ করেছেন। এই দুই প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন নারী উন্নয়ন ও নারী কল্যাণে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

গত ২৯শে আগস্ট, ২০০৯ প্রবীণ মহিলা নেত্রী এবং সি.পি.আই জাতীয় পরিষদ সদস্যা প্রণতি মুখোপাধ্যায়র জীবনাবসান ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। প্রণতি মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ডাক ও তার বিভাগ এবং পরে কম্পট্রলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল দপ্তরে কর্মরতা ছিলেন। তিনি ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের জাতীয় সহ-সভানেত্রী হিসাবে বর্তমানে দিল্লিতে বসবাস করলেও সমিতির কার্যকরী সভানেত্রী, সি.পি.আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদের সদস্যা এবং *কালান্তর* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বার্লিনে বিশ্ব মহিলা সংঘে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির মুখপাত্র 'চলার পথে'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

ড. মালিনী ভট্টাচার্য *সভানেত্রী*
বি-২/৩, ব্লক-২, ফেজ-১, কে.এম.ডি.এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কলকাতা-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

ডা. রমা দাস *সহ-সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯৭৫৩৬৩

শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

ড. দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-ই, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

ড. উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০-৪৮৩৬

শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

শ্রী সমরেন্দ্রনাথ কোলে *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

মহিলা কমিশন আয়োজিত আলোচনা

গার্হস্থ্য হিংসা আইন সংক্রান্ত কর্মশালা

বিগত ১৫ জুন, কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালাটিতে কমিশনের গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন সংক্রান্ত সমীক্ষাটিতে যারা কাজ করছেন সেই field worker-রা এসেছিলেন। এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আপাতত দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রের দুই ডিরেক্টর যথাক্রমে অধ্যাপক শমিতা সেন ও অধ্যাপক ঈশিতা মুখোপাধ্যায় ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে অধ্যাপক এন. সি. চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রটেকশন অফিসার। এছাড়াও কমিশনের সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী ও সদস্যবৃন্দ সারাদিনই উপস্থিত ছিলেন। সুতপা চক্রবর্তী আইনটি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলেন। পরবর্তী সময়ে সমীক্ষার জন্য প্রস্তুত প্রশ্নমালা এবং সমীক্ষার রূপরেখা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। কথা হয় এই তথ্য সংগ্রহের কাজটি তিন-চার মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। সমাজকল্যাণ দপ্তরের কাছে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি চাওয়া হচ্ছে।

শিক্ষিকাদের পোষাকের বিধিনিষেধ সংক্রান্ত আলোচনা

বিগত ২২.৭.০৯ তারিখে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের সভাকক্ষে শিক্ষিকাদের পোষাকবিধি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও বিদ্যালয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে সেই প্রসঙ্গে মহিলা কমিশন একটি আলোচনার উদ্যোগ নেন। সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের যে পাঁচজন শিক্ষক স্কুলে প্রচলিত ড্রেস কোডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিংসাত্মক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, স্কুলে ফিরতে পারছেন না, এই সভায় তাঁরাও তাদের বক্তব্য পেশ করেন। খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও সভাগৃহ ছিল পূর্ণ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যশোধরা বাগচী, নবনীতা দেবসেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভানেত্রী ডঃ মমতা রায়, কবি কৃষ্ণা বসু, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, অগ্রগামী মহিলা সমিতি, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কংগ্রেস ও অন্যান্য নারী সংগঠন। এছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। গণমাধ্যমের লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন। যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার ভিত্তিতে সরকার ও রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মতামত পাঠানোর অনুরোধ জানান কমিশনের সভানেত্রী। সহ-সভানেত্রী ও অন্যান্য সদস্যরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে সভা মনে করে পোষাকের প্রসঙ্গটি স্কুলের শৃঙ্খলা ও পঠন-পাঠনের উৎকর্ষের প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত নয়। ঐতিহ্য শৃঙ্খলা স্থাপনের নামে বিশেষ পোষাক না পরার 'অপরাধে' শিক্ষিকাদের উপর আক্রমণের ঘটনাকে ধিক্কার জানায় সভা। শিক্ষিকাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

নিরাপদ স্থানান্তরণ সংক্রান্ত সমীক্ষা ও পর্যালোচনা

বিগত ৩রা অগাষ্ট, ২০০৯ তারিখে কমিশনের অফিসে মহিলাদের নিরাপদ স্থানান্তরণ সংক্রান্ত একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালে কমিশনের পক্ষ থেকে জবালা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় ও পঞ্চায়েত দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে যে প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ৪টি গ্রামপঞ্চায়েতে, তা বর্তমানে সম্পন্ন হয়েছে এবং কমিশনের পক্ষ থেকে তার মূল্যায়নও হয়েছে। এবার কী ভাবে এই প্রারম্ভিক প্রকল্পটির থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পশ্চিমবাংলার স্থানান্তরণ প্রবণ জেলাগুলিতে এই কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তারই আলোচনার জন্য এই সভা। এই সভায় সভানেত্রী, সহসভানেত্রী ও সদস্যগণ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের পক্ষ থেকে বৈতালি গঙ্গোপাধ্যায় ও চারটি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানরা, উপস্থিত ছিলেন শ্রী দিলীপ ঘোষ, বিশেষ সচিব, পঞ্চায়েত দপ্তর, অধ্যাপক ঈশিতা মুখোপাধ্যায় যিনি সমীক্ষাটির মূল্যায়ন করেছেন, ছিলেন CID, DIG (Spl.) শ্রী নবারুণ ভট্টাচার্য এবং ইউনিসেফের রাজ্য প্রতিনিধি। সভায় স্থির হয় যে প্রকল্পটি যে সাফল্য পেয়েছে তার নিরিখে প্রাথমিকভাবে ঐ দুটি জেলায় এ কর্মসূচীকে ছড়িয়ে দিতে হবে। মহিলা কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তার নিজস্ব আর্থিক বরাদ্দ থেকে এ ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ডাইনি প্রথায় আক্রান্ত নারীর সুরক্ষা : আলোচনা

২৬.৮.০৯ তারিখে হাওড়া শরৎ সদনের ২ নং সভাকক্ষে ডাইনি প্রথায় আক্রান্ত নারীর সুরক্ষা ও প্রতিকার সংক্রান্ত একটি আলোচনাসভা কমিশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয়। এই সভায় হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলি থেকে জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, জেলা পশ্চাদপদ জাতিগোষ্ঠী উন্নয়ন আধিকারিক, ICDS-এর সুপারভাইজার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং BCW ইন্সপেক্টররা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংঘনেত্রীরা। এছাড়া Adivasi Social Educational and Cultural Association (ASECA), আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, All India Santal Writers' Association, All India Santal Students' Association, লোকশিল্পী আদিবাসী শিল্পী সংঘ প্রভৃতি আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং শ্রী কলেন্দ্র মাণ্ডি, শ্রী জ্যোতিলাল হাঁসদা, শ্রীমতি মুংলী সোরেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। হাওড়ার মেয়র শ্রীমতী মমতা জয়সোয়ালের হাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু দুটি চারাগাছ তুলে দেন। Cultural Research Institute-এর অধ্যক্ষ শ্রী এস. এম. চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে শিবানী সিন্‌হা এবং পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণীকল্যাণ দপ্তরের জয়েন্ট কমিশনার (রিজার্ভেশনস) শ্রী মনতোষ পণ্ডিত এবিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। আলোচনা থেকে বহু সুপারিশ ওঠে। যথা, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডাইনিহত্যা রোধে আইন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতার বিস্তার এবং জেলা ও ব্লক স্তরে এবিষয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে এই সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এধরনের অনুষ্ঠানের উদ্যোগ কমিশন নেবে।

অষ্টম পারিবারিক মহিলা লোক আদালত

মহিলা কমিশন আয়োজিত অষ্টম পারিবারিক মহিলা লোক আদালত

গত ১০ ও ১১ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে ও রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গের অনুমতিক্রমে অষ্টম পারিবারিক মহিলা লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়।

এই পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে মোট ২৫টি কেস বিচারের জন্য রাখা হয় যার মধ্যে ১৬টি ছিল প্রাক্ আইনি সমস্যা সম্বলিত এবং ৯টি ছিল বিভিন্ন কোর্ট থেকে পাঠানো বিচারাধীন কেস।

১০.০৮.২০০৯ : এই দিন বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী অরুনাভ বরুয়া, জজ্ (অবসরপ্রাপ্ত), শ্রীমতী শর্মিলা দাস (আইনজীবী), শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কমিশনের সদস্যা।

১৬টি প্রাক্ আইনি সমস্যাযুক্ত কেস এই দিন বিচারের জন্য রাখা হয়। এর মধ্যে ১১টি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, ২টি ক্ষেত্রে সমস্যা মেটানো যায়নি এবং ৩টি ক্ষেত্রে আবেদনকারিণী অথবা অপরপক্ষ না থাকায় কোনো সমাধান সূত্রে পৌঁছানো যায়নি।

১১.০৮.২০০৯ : এই দিন বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী অমরাভ সেনগুপ্ত, জজ্ (অবসরপ্রাপ্ত), শ্রীমতী শিল্পী সেনগুপ্ত, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কমিশনের সদস্যা।

৯টি বিচারাধীন কেস এই দিন বিচারের জন্য রাখা হয়। এর মধ্যে ৬টি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, ৩টি ক্ষেত্রে কোনো সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি।

—গোপা মজুমদার, *কাউন্সিলার*

মহিলা কমিশন আয়োজিত গণশুনানি

শ্রীরামপুরে গণশুনানি

গত ০৮.০৭.২০০৯ তারিখে শ্রীরামপুর টাউন হলে S.D.O. শ্রীরামপুর এবং মহিলা কমিশনের উদ্যোগে একটি গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য, সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দী, ডঃ উমা বসু, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু, শ্রীরামপুরের S.D.O. অন্তরা আচার্য্য, S.D.P.O অজয় ঠাকুর, D.S.W.O, P.O, O.C., শ্রীরামপুর কোর্টের তিনজন A.P.P.I, D.L.S.A.-এর কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য শুনানির উদ্বোধন করেন। শ্রীরামপুরের S.D.O এবং শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বক্তব্য রাখেন। গণশুনানিতে মোট তেরোটি কেস নিয়ে আলোচনা হয়। দশটি কেস ছিল পূর্বনির্ধারিত এবং তিনটি নতুন কেসের শুনানি হয়। এই কেসগুলির মধ্যে বেশির ভাগই পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা। একটি কেস ছিল নাবালিকা মেয়েকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করে প্রতারণার, একটি কেস মেয়ের দ্বারা মায়ের নির্যাতনের। কয়েকটি কেসের বিষয়ে আলোচনার পর P.O.-কে, কয়েকটি ক্ষেত্রে S.D.P.O এবং A.P.P-দের সাহায্য করার সুপারিশ করা হয়। —শ্যামলী চক্রবর্তী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় গণশুনানি

২৭.০৭.০৯ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার বন্ধুমহলে নারী-শিশু পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে গণ-শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য, সদস্য সর্বাণী ভট্টাচার্য ও ভগবতী মণ্ডল। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ.ডি.এম (রেভিনিউ), এস.ডি.পি.ও ক্যানিং মহকুমা, এস.ডি.ও ক্যানিং মহকুমা, জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক, সি.আই.ডি. স্পেশাল সেল (এ্যান্টি-ট্রাফিকিং), এস.ডি.পি.ও বারুইপুর মহকুমা প্রভৃতি আলোচনায় অংশ নেন। বাগমারী মাদার এ্যান্ড চাইল্ড ডেভলাপমেন্ট মিশন, কুলতলী মিলনতীর্থ সোসাইটি, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ, সংলাপ, জবালা, গরান বোস গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের অভিভাবক ও অভিভাবিকারা উপস্থিত ছিলেন। সর্বমোট ন'টি কেস আলোচিত হয়। মহিলা কমিশন থেকে পুলিশের কাছে বিভিন্ন কেস নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয় এবং উদ্ধারকৃত মেয়েদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুনর্বাসন হয়েছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া হয়। —ভগবতী মণ্ডল

নদীয়াতে পাচার সংক্রান্ত গণশুনানি

২৯শে জুলাই ২০০৯ কৃষ্ণনগরের জেলা পরিষদ ভবনে নির্দিষ্ট কয়েকটি কেসের ভিত্তিতে 'পাচার" বিষয়ক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি শ্রী মেঘলাল শেখ, জেলাশাসক শ্রী ওঙ্কার সিং মীনা, জেলা পুলিশ সুপার শ্রী হরিকিশোর কুসুমাকার, মহিলা কমিশনের সভানেত্রী শ্রীমতি মালিনী ভট্টাচার্য্য, কমিশনের সহকারী সভানেত্রী শ্রীমতি রমা দাস, মহিলা কমিশনের সদস্যা শ্রীমতি সর্বানী ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতি শ্যামলী চক্রবর্তী, শ্রীমতি শ্যামশ্রী দাস, জেলা পাচার প্রতিরোধ সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের আধিকারিক, সি.আই.ডি-র প্রতিনিধি, জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প), অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলাসমাজ কল্যাণ আধিকারিক, বিভিন্ন থানার ও.সি, এবং জেলার প্রাক্তন সভাধিপতি শ্রীমতি রমা বিশ্বাস।

গণশুনানিতে মোট এগারোটি কেস নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিটি কেসের ক্ষেত্রে আবেদনকারিণী বা নির্যাতিতার পক্ষের লোক ও সংগঠনের প্রতিনিধি সমস্যাগুলি উত্থাপন করেন।

প্রতিটি কেসের বিষয়ে কমিশন আলোচনান্তে নির্দিষ্ট সুপারিশ করে। সুপারিশগুলি পুলিশ প্রশাসনকে কার্যকর করতে অনুরোধ রাখা হয়। এছাড়া কমিশনের পরবর্তী করণীয় বিষয়েও নির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয় এবং জানানো হয় কমিশন এগুলির উপর নজর রাখবে। —শ্যামশ্রী দাস

শোলবাগার মহিলাদের পাশে কমিশন

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে কয়েকটি মহিলা সংগঠন থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী রমা দাস, সদস্য উমা বসু, শ্যামলী চক্রবর্তী ও সর্বাণী ভট্টাচার্য ৪.৬.০৯ তারিখে হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় আমতা ২ ব্লকে শোলবাগা গ্রাম পরিদর্শনে যান। ১৭.৫.০৯ তারিখে উক্ত গ্রামে প্রায় তিন-চারশো সশস্ত্র দুষ্কৃতীর হামলায় গ্রামের ৭০টি পরিবারের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়, তাঁদের গৃহস্থালীর ন্যূনতম সরঞ্জাম এবং গরু-ছাগল লুটপাট হয়ে যায়। তাঁদের বছরের সঞ্চিত ধান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ৭০-৮০ জন মহিলা এবং প্রায় ২০০ শিশুসহ এই গ্রামের মানুষ বর্তমানে একটি প্রাইমারি বিদ্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

এই নির্বাচনোত্তর হিংস্রতার তীব্র নিন্দা করছে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন, যেহেতু মহিলা ও শিশুরাই এ ধরনের আক্রমণে সবচাইতে বিপর্যস্ত হন। রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের কাছে কমিশন দাবি জানাচ্ছে দ্রুত শোলবাগার গৃহহীনদের গৃহ পুনর্নির্মাণ, ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য। শোলবাগার মেয়েরা অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য যাতে তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। আমরা জেলা প্রশাসনকে এবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করেছি।

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক এবং হলদিয়ায় রাজনৈতিক হিংসার ফলে বাস্তুচ্যুত মহিলাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সদস্যদের সাক্ষাৎ ঃ একটি প্রতিবেদন

কমিশন লোকসভা নির্বাচনের আগে ও পরে রাজনৈতিক হিংসার কারণে বাস্তুচ্যুত নারী ও শিশুদের দুর্দশা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ৪০ থেকে ৫০ জন মহিলা এবং প্রায় ১০০ জন শিশুর সঙ্গে তমলুক ও হলদিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ২০.০৬.০৯ তারিখে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হয়। এইসব মহিলারা মূলতঃ নন্দীগ্রাম, খেজুরী এবং ভাজাচাউলি অঞ্চলের। তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর অথবা লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বা পরে রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়। তাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তাদের অনেকেরই বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বা ব্যাপক লুঠপাটের পর সেগুলিতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে অসহায় শিশুদের নিয়ে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে, নিজেদের বাড়িতেও ফিরতে পারছে না, হিংস্র পরিস্থিতির জন্য তারা হঠাৎই তাদের জীবিকার পথ হারিয়ে ফেলে। বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিশুরা তাদের স্কুলে যেতে পারছে না। এবং বেসরকারি ক্যাম্পগুলিতে যারা অবস্থান করছে তারা পর্যাপ্ত খাদ্য পাচ্ছে না এবং শিশুরা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ মহিলাই খুন, লুঠপাট, গৃহে অগ্নিসংযোগ বা বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার বিরুদ্ধে তাদের নিজের এবং প্রিয়জনদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশের কাছে F.I.R. করতে পারছে না। নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতটাই হিংসাত্মক যে এইসব মহিলা ও শিশুরা আদৌ বাড়ীতে ফিরতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় আছে।

প্রশাসনের কাছে মহিলা কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করছে—

১। জেলা প্রশাসনকে নন্দীগ্রাম অঞ্চলে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে হিংসার শিকার নারী ও শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য ন্যূনতম তাৎক্ষণিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন—বস্ত্র, ঔষধ, ICDS নির্ধারিত শিশু সেবামূলক কার্য এবং অস্থায়ী কিছু ক্লাসের ব্যবস্থা করা।

২। যাদের বাড়ীগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য Disaster Management ফাণ্ড থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য করা।

৩। যে সব ব্যক্তির কিছু না কিছু কর্মসংস্থান ছিল তারা যাতে তাদের কাজগুলো না হারায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। প্রশাসনকে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে। সমস্ত প্রকৃত অধিবাসীদের নিজ নিজ অঞ্চলে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে।

পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির বাসিন্দা অঞ্জলি মাইতির উপরে দুষ্কৃতীর আক্রমণের ঘটনা সংক্রান্ত সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট

গত ২/৮/০৯ তারিখে সহ সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস ও সদস্য শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি এবং শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্ত্তী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরির বাসিন্দা শ্রীমতী অঞ্জলি মাইতির উপরে সমবেতভাবে সংঘটিত পাশবিক নির্যাতনের ঘটনার সরেজমিন তদন্তে যান। লোকসভা নির্বাচনের পরে তিনি এই রাজনৈতিক হিংসার শিকার হন। তিনি জানান, তাঁর জায়গা লিখে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় এবং দুই লাখ টাকা দাবি করা হয়। এই দাবিতে তিনি ও তাঁর স্বামী রাজী না হওয়ায় তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনকে শ্রীমতী মাইতির নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুপারিশ করা হয়। যে সকল দুষ্কৃতী এই বিষয়ে জড়িত তাঁদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্যে পুলিশ প্রশাসনকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বলা হয়। শ্রীমতী অঞ্জলি মাইতি যেভাবে আক্রান্ত হয়েছেন তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং নিন্দনীয়, এই ঘটনাকে কমিশন ধিক্কার জানাচ্ছে।

বিনপুর ঝাড়গ্রামে 'ডাইনি' অপবাদ দিয়ে নারী-নির্যাতনের তদন্ত কমিশন

মামনি কিসকু'র মৃত্যুসহ তিনজন আদিবাসী মহিলাকে ডাইনি সাব্যস্ত করার ঘটনা সংবাদপত্র থেকে জেনে সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী রমা দাস ও সদস্যা সর্বাণী ভট্টাচার্য ১৩ জুন ঝাড়গ্রামে যান। ৫৬২ নম্বর পেয়ে সদ্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ মামনি কিসকু গত ৬ই জুন অসুখে মারা যান। এই কিশোরীর বাড়ি বিনপুর-১'এর অন্তর্গত ডুমুরকোটা গ্রামে। তাঁর অসুখ সারাতে আসেন স্থানীয় এক গুনিন বা হাতুড়ে ডাক্তার। গুনিন বলে, 'ডাইনির দৃষ্টিতেই মামনি অসুস্থ'। গ্রামেরই তিনজন আদিবাসী মহিলা সোমবারি মাণ্ডি, মুখি মাণ্ডি ও আরতি মুর্মুকে ডাইনি সাব্যস্ত করে গুনিন। এদিকে মামনি কিসকু'র মৃতদেহের সঙ্গে ঐ তিনজন আদিবাসী মহিলাকে এক সঙ্গে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু রাস্তা কাটা, গাছ ফেলে অবরোধ করা ছিল বলে ডুমুরকোটা গ্রামে যাওয়া যায়নি। এস.ডি.ও উলাগানাথন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সরিৎ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য বেসরকারি সূত্র থেকে কমিশন সদস্যারা ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তাঁদের কাছ থেকে দুটি রিপোর্ট পান। স্থানীয় সূত্রে কমিশনের সদস্যারা জানতে পারেন, তিনজন আদিবাসী মহিলার মধ্যে পরে সোমবারি মাণ্ডিকেই 'ডাইনি' বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। যদিও গ্রামেরই কিছু মানুষের সাহায্যে সোমবারি মাণ্ডি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

মহিলা কমিশন মনে করে, বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুর-১ ও অন্য কয়েকটি ব্লকে যে অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে, তার মধ্যে মহিলাদের উপর এ ধরনের নির্যাতন হলে কিছু করার উপায় থাকছে না। ডুমুরকোটা ছাড়াও আগে আদিবাসী মহিলাদের উপর পুলিশী নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে মহিলা কমিশনের দল অবস্থার তদন্ত করতে ঝাড়গ্রামে এসেছিল। সেবারও রাস্তা অবরুদ্ধ থাকায় ভিতরে ঢোকা যায়নি।

মামনি কিসকুর তাজা প্রাণ হয়তো বাঁচতো যদি অসুখের সময় ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে তাকে আনা যেত। পলাতক সোমবারি মাণ্ডিকে নিরাপত্তা দিয়ে গ্রামে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হোত অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে। রাস্তা অবরোধ ও হিংসাত্মক ঘটনার ফলে মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায় কমিশন উদ্বিগ্ন।

কোচিনে নারী ও আইন সংক্রান্ত কর্মশালা

বিগত ২.৭.০৯ তারিখে কোচিনে কেরালার State Planning Board আহূত এই কর্মশালায় সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য Criminal Law Ammendment Bill সংক্রান্ত পর্বটিতে মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় মহিলা কমিশন এবং সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে যৌন হিংসা সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক খসড়া আইন ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। তার মূল সুপারিশগুলিকে অনেকাংশে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার এই Criminal Law Ammendment Bill, 2006 প্রকাশ করেছেন। অবশ্য আগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ২০০৬-এর বিলটিতেও বাদ পড়েছে। কোচিনের এই কর্মশালায় এই বিষয়টি ছাড়াও আলোচিত হল গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত খসড়া আইন এবং দাম্পত্য সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারের প্রসঙ্গটি। কীর্তি সিং, ফ্লেবিয়া অ্যাগনেস প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজীবী ছাড়াও কেরালার বিচারপতি এবং আইনজ্ঞরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কেরালা সরকার এই কর্মশালার সুপারিশগুলি রাজ্য স্তরে যতদূর কার্যকরী করা যায় তা করার চেষ্টা করেন।

কীর্তিকা আয়োজিত আইনি সচেতনতা শিবির

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সহায়তায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দিয়ে মেয়েদের আইনী সচেতনতার কিছু অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা নিয়েছে কমিশন। কীর্তিকা এরকমই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার দক্ষিণ আমগাছিয়া গ্রামে কমিশনের আর্থিক সহায়তায় তাঁরা ২ দিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছেন ৬ এবং ৭ জুন। নারী অধিকার ও মেয়েদের সুরক্ষার জন্য নতুন আইন, মেয়েদের সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন, Personal Law, শিশু বিবাহ, পণপ্রথা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সুরক্ষা আইন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য। তিনি কমিশনের কাজকর্ম এবং মেয়েদের আইনী সহায়তা পাবার সুযোগ নিয়ে বলেন।

মহাকরণে রাজ্যে পাচার সমস্যা ও তার প্রতিরোধের কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত মিটিং

২০ জুলাই ২০০৯, সোমবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সভাগৃহে মুখ্যসচিব শ্রী অশোকমোহন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে রাজ্যে পাচার সমস্যা ও তার প্রতিরোধের জন্য কর্মপরিকল্পনার বিষয়টি নিয়ে একটি মিটিং হয়। আহ্বায়ক ছিলেন নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীমতী রিঞ্চেন টেম্পো। এই মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী অর্ধেন্দু সেন, মহানির্দেশক ও মহাআরক্ষা পরিদর্শক শ্রী ভূপিন্দর সিং, পুলিশ কমিশনার শ্রী গৌতমমোহন চক্রবর্তী, সি.আই.ডি., ডি.আই.জি শ্রী সিদ্ধিনাথ গুপ্ত, শ্রী বাণীব্রত বসু এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, আইন দপ্তর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর প্রভৃতি সরকারি বিভাগ থেকে আগত প্রতিনিধিরা ছাড়াও যে সমস্ত সংস্থা পাচার প্রতিরোধে কাজ করেন তাঁরা এবং ইউনিসেফের রাজ্য প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন এই আলোচনায়। নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে করানো সমীক্ষার ভিত্তিতে রাজ্যস্তরে যে কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনা হয়। উচ্চপর্যায়ের এই মিটিংটি আরও নিয়মিতভাবে করার জন্য সকলেই অনুরোধ জানান। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের তরফ থেকে ২০০৬ সালে জাতীয় মহিলা কমিশনের সহায়তায় যে আঞ্চলিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, তার প্রতিলিপি সভানেত্রী সভায় উপস্থাপন করেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পাচার বিরোধী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সর্বাণী ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী মুর্মু ও ভগবতী মণ্ডল কমিশনের পক্ষ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় ঐ জেলার D.R.D.C-র পরিচালনায় ৩১.০৭.০৯ থেকে ০১.০৯.০৯ এই দু-দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগ দেন। মহিলাদের পাচার হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা কমিশনের সুপারিশ ঃ

(১) D.R.D.C-র মাধ্যমে ব্লকস্তরে জেলার বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে পাচারের বিরোধী সভা করা।

(২) পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জেলার বাইরে যাওয়া ছেলেমেয়েদের নাম ও গন্তব্য নথিভুক্ত করা।

(৩) পাচার সমন্ধে জেলাওয়ারি একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা।

(৪) পাচার রোধে D.R.D.C ও বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানো।

—লক্ষ্মী মুর্মু

কমিশনের প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সমাধা হওয়া কয়েকটি কেসের বিবরণী

কেস নং-১ : আবেদনকারিণী পণের জন্য স্বামী ও শাশুড়ীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারিত হয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে অপরপক্ষ প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা দিতে সম্মত হন। বর্তমানে আবেদনকারিণী প্রতি মাসে টাকা পাচ্ছেন বলে জানান।

কেস নং-২ : আবেদনকারিণী বিয়ের পর থেকে পণের জন্য অত্যাচারিত হচ্ছিলেন। টাকা দিতে না পারায় সমস্ত গহনা কেড়ে নিয়ে আবেদনকারিণীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে যৌথ আলোচনার ফলে আবেদনকারিণী জিনিষপত্র ফেরৎ পান। বর্তমানে আবেদনকারিণী গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন অনুযায়ী ভরণপোষণ পাচ্ছেন।

কেস নং-৩ : আবেদনকারিণী শ্বশুরবাড়ীতে নির্যাতিতা। বাধ্য হয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে যৌথ আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে উভয়পক্ষ সংসার করতে রাজী হন। বর্তমানে উভয়পক্ষ কমিশনের তত্ত্বাবধানে আছে।

কেস নং-৪ : আবেদনকারিণী দুই পুত্রের জননী এবং শ্বশুরবাড়ীতে নির্যাতিতা। স্বামী অন্য একটি মহিলার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে অশান্তি চরমে ওঠে। বিষয়টি থানায় জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে দুবার যৌথ আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে অপরপক্ষ নিজের দোষ স্বীকার করে স্ত্রীকে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সংসার করতে সম্মত হন। **গোপা মজুমদার (পাল)** *পরামর্শদাতা*

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে কিছু বইয়ের তালিকা

Rule of Law in a Free Society, N. R. Madhava Menon, *ed. Oxford, Rs. 495* । **Frontiers of Justice : Disability, Nationality Species Membership**, Martha C. Nussbaum , *Oxford, Rs. 695.* । **Playing with fire : Feminist thought and Activism through Seven Lives in India**, Author's Collective, *Zubaan, Rs. 395.* । **Sati : A Historical Authology**, Andrea Major, *ed. Oxford.* । **Medieval Hindu Law : Historical Evolution and Enlightened Rebellion**, Ashutosh Dayal Mathur, *Oxford* । **Knowledge and Society : Situating Sociology and Social Anthropology,** T. K. Oommen, *Oxford.*

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা, *সম্পাদক,* যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ৩০ । **ধর্ষণ ও আইন,** মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ২০ । **আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন),** ভারতী মুৎসুদ্দি, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২০ । **আইনি অধিকার জানুন-২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন),** মালিনী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২৫ । **শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়,** গৈরিকা ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৫০ । **পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা,** সর্বাণী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৪০ । **জাগো নারী গ্রাম জাগাও,** *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন* । **পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা,** ভাস্বতী চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ,* মূল্য ৬০ । **West Bengal Commission for Women : 2001-07,** Sharmistha Dutta gupta, *ed., West Bengal Commission for Women,* Rs. 50/- । **In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban,** Malini Bhattacharya, *Tulika Books +West Bengal Commission for Women,* Rs. 200/-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও স্পেকট্রাম অফসেট ৫, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭ থেকে মুদ্রিত।